সমকাল

তারিখ ... 05 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

'ক্যাডেট মাদ্রাসা'

এই নৈরাজ্য দূর করতে হবে

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে লেখাপড়া করছে এমন মোট ছাত্রসংখ্যা পাঁচ কোটি। পৃথিবীর বহু দেশে এ জনসংখ্যাই নেই। অনেক উন্নত দেশের নীতিনির্ধারকদের চোখ কপালে ওঠে আমাদের এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শুনে। কিন্তু আমাদের সরকার এ বছর ৩৩ কোটি ৩৭ লাখের বেশি স্কুলপাঠ্য বই বিনা মূল্যে দিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। প্রতি বছরই এমন নতুন বই। প্রাথমিকে ছাত্রভর্তি প্রায় শতভাগের কাছে চলে এসেছে এবং মেয়েদের হার বেশি। অবশ্য ভর্তির পরে স্কুলে থাকতে পারে না অনেকে দারিদ্র্যের কারণে। ড্রপ আউট বা ঝরে পড়া বলে অভিহিত এই সমস্যাটিও ক্রমে কমে আসছে। তবে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে অনেক অসন্তোষ ও অভিযোগ। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে অনেক কষ্ট। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যের চিত্রও ভেসে ওঠে। বাংলা মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি, নিবন্ধিত এবং ইংরেজি মাধ্যম ও এবতেদায়ি (ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম স্তর) সাকল্যে পাঁচ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দেশে। প্রাক-প্রাথমিক কিন্ডারগার্টেনের কোনো আগামাথা নেই, হরেক কিসিমের এবং ধনী-দরিদ্র ব্যবধানের এক উৎকট রূপ। এ রকম হ-য-ব-র-ল বৈচিত্র্যের শিক্ষায় জাতীয় মানসের ঐক্য যে সম্ভব নয় তা বুঝতে বেশি শিক্ষা লাগে না। আমরা একধারার মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কষ্টকল্পিত চেষ্টায় আছি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে, বিশেষত কওমি মাদ্রাসাকে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থবহ করে তোলার জন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের লাখ লাখ ছেলেমেয়ে এগুলোতে পড়া শেষ করে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা সনদ পায় না, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন হওয়া বা বেকার ও সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন থাকা তাদের ভবিতব্য। কওমি মাদ্রাসা পরিচালনাকারী এক শ্রেণির ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের নেতা ও আলেম-ওলামা একে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনতে দেবেন না। অঙ্ক-ইংরেজি-সমাজবিজ্ঞান পড়াবেন না। জাকাত, দান-খয়রাত ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বহির্বিশ্ব থেকে সংগৃহীত তহবিল খরচের স্বচ্ছতা তারা আনতে দেবেন না। শনিবার ৩ সেপ্টেম্বর সমকালে প্রকাশিত প্রধান শিরোনামের খবরে আরেক নৈরাজ্যচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'ক্যাডেট মাদ্রাসা' নাম দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র প্রতিষ্ঠান। ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলের আদলে আভিজাত্যপূর্ণ নেতৃত্বগুণ অর্জন ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মানবসম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে এ দেশে গড়ে তোলা হয় ক্যাডেট কলেজ। তবে এই মাদ্রাসাগুলোতে ক্যাডেট নামের কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। এটা স্রেফ প্রতারণা যার পেছনে রয়েছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। কওমি মাদ্রাসায় সরকারি 'নিয়ন্ত্রণ' চাওয়া হচ্ছে 'কন্ট্রোল' অর্থে নয়, বরং 'রেগুলেশন' অর্থে। একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা ও মানের জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষার সৎ শিক্ষকরা নিশ্চয়ই এটা চান। এটা যত দ্রুত বলবৎ করা হবে ততই মঙ্গল।